সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

Prophet Muhammad ﷺ
Sultan of Hearts
এর অনুবাদ

সর্বশেষ নবী

মুহাম্মাদ ﷺ : হৃদয়ের বাদশা

প্রথম খণ্ড

রাশীদ হাইলামায | ফাতিহ হারপসি

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সা. হৃদয়ের বাদশাহ (প্রথম খণ্ড)
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
maktabfurqan@gmail.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৯-২০২৩ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
চতুর্থ প্রকাশ : শাবান ১৪৪৪ / মার্চ ২০২৩
তৃতীয় সংস্করণ ও প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৪২ / জুন ২০২১
দ্বিতীয় সংস্করণ ও প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৪১ / নভেম্বর ২০১৯
প্রথম প্রকাশ : জিলকদ ১৪৪০ / জুলাই ২০১৯
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব, মুহাম্মাদ হুসাইন

ISBN : 978-984-94322-1-0

মূল্য : ৳ ৮০০.০০ (আট শত টাকা মাত্র) USD **30.00**

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ড. রাশীদ হাইলামায। তুরস্কের একজন ইসলামী গবেষক এবং সিরাত-লেখক। ইস্তাম্বুলে কাইনাক প্রকাশনা গ্রুপের প্রধান সম্পাদক। তার অনেক বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী। তার্কিস ভাষায় মূল গ্রন্থটি (*Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz*, 2006) রচনায় ফাতিহ হারপসিও যুক্ত হয়েছেন। তিনি তুরস্কের মারমারা বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্তাম্বুল থেকে গ্রাজুয়েশন এবং ফিলাডেলফিয়ারের টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব রিলিজিয়ন থেকে পিএইচডি অর্জন করেছেন। প্রকাশিত হওয়ার পরপরই গ্রন্থটি পাঠকমহলে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং তুরস্কের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত বইসমূহের তালিকায় স্থান লাভ করে। পরবর্তী সময়ে গ্রন্থটি ২০১৪ সালে আমেরিকার নিউজার্সির *তুগরা বুকস পাবলিকেশন* থেকে *Prophet Muhammad* ﷺ : *Sultan of Hearts* নামে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন নাযিহান হালিলৌলু। *সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সা. : হৃদয়ের বাদশাহ*—বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এই ইংরেজি সংস্করণেরই অনুবাদ।

বাংলা সাহিত্যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম জীবনী নিয়ে অনেক গ্রন্থই সংযোজিত হয়েছে। মূলত এটি শেষ হওয়ার নয়। কারণ, তাকে আমাদের যে পরিমাণ প্রয়োজন, এরকম অন্য কাউকে আমাদের প্রয়োজন নেই। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের বর্ণনাধারা অব্যাহত থাকার পাশাপাশি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপ্তিময় জীবনও একই সাথে উচ্চারিত হতে থাকবে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এ ধারারই একটি নতুন সংযোজন। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে ঘটনা বর্ণনায় এমন এক অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হয়েছে—যা পাঠককে আলোড়িত করে, চিন্তায় নিমগ্ন করে এবং সামনে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করে। এজন্য গতিশীল পাঠের নিমিত্তে প্রতিটি ঘটনায়-ই সূত্র উল্লেখ করা হয়নি। কেবল

সেইসব ঘটনার ক্ষেত্রে ফুটনোট ব্যবহার করা হয়েছে—যা প্রসিদ্ধ সিরাতগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়নি। আমরা আশা করি, পাঠকগণ এ গ্রন্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভিন্ন এক জীবনী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

আমি আলেম নই। তবে আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে এদেশের অন্যতম দ্বীনী ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুমের সোহবতে থাকার তাওফীক দিয়েছেন। তার সান্নিধ্যে সামান্য যে দ্বীনী অনুভূতি তৈরি হয়েছে, তাতে অনুপ্রাণিত হয়েই এ দুরূহ কাজ করার চেষ্টা করেছি। উল্লেখ্য *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে ইতোমধ্যে তার দুটি বই অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে; *খাদিজা : প্রথম মুসলমান এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর বিবি* এবং *জীবন ও কর্ম : আয়েশা রা. (রাসূল সা.-এর বিবি, সঙ্গীনী, ফকীহ)*। এদেশে উলামায়ে কেরামসহ সকল শ্রেণির পাঠকের কাছে বই দুটি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

আমরা বইটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার জন্য সার্বিকভাবে চেষ্টা করেছি। সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক ও অনুবাদক
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা-১২

২০ জুলাই ২০১৯

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা **১৩**

ভূমিকা **১৫**

যে কণ্ঠস্বর বাক্কার উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হয় **২১**
ইবরাহীম আ.-এর দুআ ২২
নতুন সভ্যতার মেরুকরণ ২৪

সব নবীর একই কথা **৩০**

সমকালীন পণ্ডিতদের কণ্ঠে যে কথার প্রতিধ্বনি **৩৬**
ইয়েমেন ৩৬
দামেস্ক ৪৪
হিজায ৪৮

ইবরাহীম আ. থেকে রাসূল সা.-এর বংশ ক্রমধারা **৬১**
আব্দুল মুত্তালিব ৬১
যমযম ৬৩
আব্দুল মুত্তালিবের দশ ছেলে এবং শপথ রক্ষা ৬৭
বরকতময় ঘর ৭১

হস্তিবাহিনীর ঘটনা **৭৩**

বরকতময় জন্ম **৭৯**
চারদিকে একই সংবাদ ৮৩
নতুন তারকা ৮৩
কিসরার সিংহাসন প্রকম্পিত হওয়া ৮৬

ধাত্রীর সঙ্গে বছরগুলো **৮৮**
বক্ষ বিদারণের ঘটনা ৯২

আমেনার ইন্তেকাল **৯৬**

আব্দুল মুত্তালিবের অভিভাবকত্বে **৯৯**
চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্বে **১০৫**
দামেস্ক সফর এবং পাদ্রী বাহীরা ১০৭
তার জীবন-রক্ষায় আসমানী সাহায্য ১১৩
তার আগমনের সঙ্গে অপূর্ব উপহার—সেই বৃষ্টি ১১৭
ফিজার যুদ্ধ ১১৮
হিলফুল ফুযুল (সৎ ব্যক্তিদের সংঘঠন) ১১৯
দামেস্কে দ্বিতীয়বার সফর ১২১

খাদিজা রা.-এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ **১২৩**
বাজারে কসম খাওয়া প্রসঙ্গে ১২৫
পাদ্রী নাস্তুরা ১২৬
একই মেঘ, একই ছায়া ১২৭
সফরের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ১২৮
ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল-এর মন্তব্য ১২৯
বিয়ের প্রস্তাব ১৩০
বিচক্ষণ বান্ধবী ১৩১
বিয়ে ১৩৪
শান্তির ঘরে অন্যান্য সদস্যগণ ১৩৭
শান্তির ঘর ১৩৯
সন্তান-সন্ততি ১৪০

কাবাঘর মেরামত ও সমস্যার সামাধান **১৪২**
মানুষের প্রতি সম্মান ১৪৫

নবুওয়াতের পূর্বে মক্কার পরিবেশ-পরিস্থিতি **১৪৭**
কাবা-প্রাঙ্গনে আলোচনা এবং ওয়ারাকার ব্যাখ্যা ১৪৭
দামেস্কের স্বপ্ন এবং পাদ্রীর মন্তব্য ১৫০

আল্লাহর সঙ্গে একাত্মতা **১৫৩**
একাকিত্বের সন্ধানে ১৫৩
স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে ১৫৪
সৃষ্টির পক্ষ থেকে সম্ভাষণ ১৫৬

খাদিজা রা.-এর দুশ্চিন্তা এবং পরিশ্রম ১৫৬
জিবরাইলের কণ্ঠস্বর ১৫৭

প্রথম ওহী—নবুওয়াতের সূচনা ১৬০
মক্কার দিকে ফেরা ১৬৩
ওয়ারাকার মতামত ১৬৬
চল্লিশ দিনের বিরতি ১৬৮
তিনি পরিত্যাগ করেননি এবং অসন্তুষ্টও হননি ১৭৩
তাহাজ্জুদ নামায ১৭৬

পথপ্রদর্শক ১৮১
অযু ও নামায ১৮১
বালক আলীর বড় সিদ্ধান্ত ১৮২
ইবাদত ও শান্তি ১৮৪
যায়েদ ইবনে হারিসার আগমন ১৮৫
আবু বকর রা.-এর ইসলাম গ্রহণ ১৮৬
যুবায়ের ইবনে আওয়াম ১৯১
কাবাঘরে মূর্তি ১৯৩

তারপর যারা এলেন এবং কষ্টের বছর ১৯৭
আবু যর গিফফারীর আগমন এবং প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা ২০১
শান্তির দিকে ছুটে আসা ২০৭
রাখাল বালকের সততা এবং অলৌকিক দুগ্ধ দোহন ২১০
শান্তির দিকে আসা অব্যাহত ২১২
বিলাল আল-হাবশি ২১৭
খাব্বাবের ঘটনা ২২০
স্বপ্নে আশার ঝলকানি ২২৩

প্রকাশ্যে দাওয়াত ২৩০
দাওয়াতের পরিধি বৃদ্ধি ২৩৮
ইসলামের বিকাশ-পর্ব ২৪৪
লোকজনকে ইসলামগ্রহণে বাধা প্রদানের কৌশল ২৪৬

রাসূলের বিরুদ্ধে অভিযান বর্ধিতকরণ ২৫১

জীবন-ঘনিষ্ঠ ওহী ২৫৮
আল্লাহর ওপর ঈমান ও ঐশী নির্দেশের বাস্তবতা ২৫৯
মৃত্যুর পরের জীবন ২৬৪
তাকদীর, রিযিক, আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছা ২৭১
প্রতিরোধের শিক্ষা ২৭৫
ঈমানেই রয়েছে শক্তি, সংখ্যাধিক্যে নয় ২৭৭

আবু তালিবকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা ২৮০
কন্যাদের স্বামীদের ওপর চাপ সৃষ্টি ২৮৩
কষ্ট ছাড়া সফলতা আসে না ২৮৫
রাসূল সা.-এর ভবিষ্যৎ বংশধারা নিয়ে আপত্তি ২৮৭
প্রতিবেশীদের দুর্ব্যবহার ও ভীতিকর সময় ২৮৮

সংঘাতের চিত্র ২৯৬
দুর্বল ও দরিদ্র মুসলিমদের করুণ চিত্র ৩০০

দারুল আরকাম ৩০৪
আম্মার ইবনে ইয়াসির ও সুহাইব ইবনে সিনান ৩০৬
মুসআব ইবনে উমাইর ৩০৭
আবু বকর রা.-এর পরীক্ষা ৩১০
হামযার ইসলাম গ্রহণ ৩১৬
উতবার পরিকল্পনা ৩২১
প্রতিনিধিদলের প্রস্তাব ৩২৭
আরেকটি প্রস্তাব ৩৩৫
আল্লাহর রাসূলের দুশমনদের মতামত ৩৩৬
বিশেষ মর্যাদা লাভের আবদার ৩৪৩

অতীতের একটি ঘটনা ৩৪৭

প্রশান্তির আয়াতসমূহ ৩৫০

উমরের আগমন ও দারুল আরকাম ত্যাগ ৩৫২
হেরা পর্বতে একদিন ৩৬৩

আবিসিনিয়াতে হিজরত **৩৬৪**
প্রথম হিজরত ৩৬৫
প্রত্যাবর্তন ৩৬৭
মুসআব ইবনে উমাইর এর অবস্থা ৩৬৯
আব্দুল্লাহ ইবনে সুহাইল এর আগমন ৩৭২
দ্বিতীয় হিজরত ৩৭৪
নাজাশীর প্রতি আল্লাহর রাসূলের চিঠি ও জবাব ৩৭৭
আবু তালিবের প্রচেষ্টা ৩৭৯
প্রতিনিধিদল ও নাজাশী ৩৮০
জাফর ইবনে আবু তালিব রা.-এর খুতবা ৩৮৩
আবিসিনিয়া হতে সুখবর ৩৯০

ওহীর ধারাবাহিকতা অব্যাহত **৩৯২**
চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজিযা ৩৯২
সূরা আবাসা ৩৯৪

সর্বাত্মক বয়কট **৩৯৮**

দুঃখের বছর **৪০৯**
শেষ আশ্রয় আবু তালিব ৪০৯
আবু তালিবের শেষ উপদেশ ৪১৩
সর্বশেষ আশা ৪১৫
দুঃখ-ভারাক্রান্ত বিদায় ৪১৬
খাদিজা রা.-এর বিদায় ৪১৮
যে দৃশ্য আবু লাহাবের অন্তরকেও মর্মাহত করেছে ৪২১

দুঃখ-ভারাক্রান্ত সময় **৪২৪**
রুকানা এবং দুটি মুজেযা ৪২৪
আবু বকর রা.-এর হিজরতের প্রথম পদক্ষেপ ৪২৭
বাইজেন্টাইন থেকে পরাজয়ের সংবাদ ৪৩১
উম্মুল মুমিনীন সওদা রা.-এর সঙ্গে বিবাহ ৪৩৪
ঋণ আদায় ৪৩৮

আবিসিনিয়া থেকে বিশ জনের একটি দলের আগমন ৪৪১

তায়েফের পথে **৪৪৪**
তায়েফে রিফিউজি এবং একটি উদ্দীপন ৪৪৮
আঙুরের ছড়া এবং আদ্দাস ৪৫০
মক্কার দিকে ফিরতি পথ এবং জিনদের ইসলাম গ্রহণ ৪৫২

আবার সেই মক্কা **৪৫৭**
নিকটস্থ গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহ্বান ৪৫৯

ইসরা ও মিরাজ **৪৬৯**
ইসরা ৪৭১
মিরাজ ৪৭২
জান্নাত ৪৭৪
জাহান্নাম ৪৭৭
সিদরাতুল মুনতাহা ৪৮০
মধ্যস্থতা ছাড়াই ওহী প্রদান : দৈনন্দিন নামায ৪৮১
ফিরে আসার পর প্রতিক্রিয়া ৪৮৩
দুটি কাফেলার সাক্ষী ৪৮৫
কুরাইশ এবং তাদের অনিঃশেষ প্রশ্ন ৪৮৭
ব্যতিক্রম আবু বকর রা. ৪৯০
নামাযের সময় নির্ধারণ ৪৯২

প্রারম্ভিকা

দীর্ঘ এবং কষ্টকর অধ্যয়ন শেষে আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপূর্ব জীবন নিয়ে এই গ্রন্থ *সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সা. : হৃদয়ের বাদশাহ* প্রকাশ করার তাওফীক নসীব করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। এটি সিরাতের অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রোথিত। তবে এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের এমন কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে—যা বাক্যের লাইনের মধ্যখানে লুকিয়ে ছিল এবং আমাদের ভবিষ্যত নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থটিকে একটি স্বতন্ত্র এবং আলাদা গ্রন্থ মনে করা যেতে পারে; কারণ, এখানে পাঠক কয়েক শতাব্দি পূর্বে ভ্রমণ করেও বর্তমানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবেন। এটা আমাদের আবু লাহাবের উপস্থিতি বুঝতে সহায়তা করবে—যে কিনা এখনো বেঁচে আছে; এবং আবু জাহেলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সতর্ক করবে—যে কিনা এখনো দেশে দেশে চক্রান্তের বীজ বুনছে; একই সাথে এটি আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মতো ব্যক্তিদের ইসলামের দিকে আহ্বানের এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-ভাণ্ডার—যা আধুনিক যুগে আমাদের দায়িত্ববোধকে সচেতন করে তুলবে। বর্তমানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনকে এমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, যাতে তার জীবনের সবচেয়ে বরকতময় এবং সফল প্রতিফলন কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, বরং একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে সমাজ পুনর্গঠনে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জানা যায়। সিরাতগ্রন্থটি এই প্রয়োজনকে সামনে রেখেই রচনা করা হয়েছে।

আমরা আশা করি, পাঠকগণ এ গ্রন্থে ভিন্ন এক জীবনী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। এখানে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলো কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সীমিত নয়; বরং তা এমন এক পরিপূর্ণ মানুষের জীবনী—যিনি কিনা তার অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ায় সঞ্চরণশীল এক সত্তা এবং সমাজের সব দিক থেকেই একজন পরিপূর্ণ আদর্শ ও পথপ্রদর্শক। এটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না

যে, বদরের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের সূচনাকারী প্রথম যুদ্ধ; কিন্তু মদীনা ত্যাগ করে এ যুদ্ধে যাওয়া এবং আসার মধ্যে দশ দিন অতিক্রান্ত হয়েছিল—যেখানে মূল যুদ্ধপর্ব ছিল মাত্র পাঁচ-ছয় ঘণ্টা, নিঃসন্দেহে বাকী সময়টুকু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। রাসূলের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত স্বর্ণের চেয়েও মূল্যবান। সুতরাং এই দশদিন ব্যাপী সময়টুকুর গুরুত্ব পাঁচ-ছয় ঘণ্টার যুদ্ধে ঢাকা পড়ে যেতে পারে না। এ গ্রন্থে প্রায় সাড়ে নয় দিনের সেই ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। এখানে ওইসব মুহূর্তের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে—যা আপাত সেকেন্ডারি মনে হতে পারে; কিন্তু এতে একজনের পক্ষে বদর যুদ্ধের পরিপূর্ণ চিত্র বুঝতে সহজ হবে।

এ গ্রন্থে সহজ, সুন্দর এবং বোধগম্য বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর তা ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে উপযোগীও বটে। এ লেখায় আবেগ প্রতিফলিত হয়েছে—যাতে আমরা আমাদের অন্তরের কষ্ট কাটিয়ে উঠতে পারি ক্ষণিকের জন্য হলেও, এখানে শত শতাব্দি পুরোনো সুখময় অভিব্যক্তিতে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে তিনি অন্যদের জন্য যে জীবন অতিবাহিত করেছেন, তা পাঠকের অভিজ্ঞতায়ও সঞ্চালিত হয়। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত অনুসারীরা তার ব্যপ্তিময় জীবনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে আরও বেশি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

ভূমিকা

এখন প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত মানবিকতার চরম উৎকর্ষে অধিষ্ঠিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল্যবান জীবন এবং তার আনীত দ্বীনের মূল বার্তা অধ্যয়নকে আরও জরুরী করে তুলছে। একদিকে বস্তুগত উন্নতি আমাদের গ্রাস করছে, অন্যদিকে এক অশান্ত জীবনের দিকে আমরা ছুটে চলছি যেখানে উন্নতির নামে মানবিকতাকে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে এবং এ থেকে এটা পরিষ্কার, আমরা যে-পথে অগ্রসর হচ্ছি তা সত্যিকার কল্যাণ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এ মানবিক বিপর্যয় দুটো সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে; এটা অব্যাহত থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থানে পৌঁছবে যেখানে ইতোপূর্বে কোনো প্রাণী পৌঁছতে পারেনি এবং দুনিয়াকে নিজের জন্য এক অবরুদ্ধ কারাগারে পরিণত করবে, অথবা মানুষ পারস্পরিক মানবিক বন্ধন ও সম্মান আঁকড়ে ধরবে এবং নতুন জীবন ফিরে পাবে; এটা পৃথিবীকে নতুন করে সাজাবে এবং শান্তির দেখা পাবে—যা সময়ের পালাবদলে মানুষের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

আমরা দেখতে পাই—আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশস্ত মন নিয়ে পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে সবাইকে ঈমানের দিকে আহ্বান করছেন; তার মহান আত্মত্যাগের বাণী দিয়ে তিনি মানবতাকে এমন এক যাদুকরী পরিবেশের দিকে ডাকছেন, যেখানে যে কেউ তার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে পুনর্গঠন করতে পারে। তার মমতাময় হৃদয় ওইসব লোকদের জন্যও উন্মুক্ত ছিল—যারা চরম ঘৃণায় সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তার নিজের জগতে কোনো মানুষই দূরের কেউ বা ভিন্ন কিছু ছিল না। এজন্য আমরা দেখি যে, যারা একসময় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল, তাদের অনেকে তার নিকট এসে সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাহাবীতে পরিণত হয়েছেন। এসকল সাহাবী তাকে রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন এবং অতীত ভুলের জন্য অনবরত আফসোস করেছেন। এই যে আবু জাহেলের ছেলে ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু ও সুহাইল ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবার আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু ও ওয়ালিদ ইবনে উকবা ইবনে আবি মুইত রাযিয়াল্লাহু আনহু, ওদিকে আবু

সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হিন্দা রাযিয়াল্লাহু আনহা, আরও আছে ওয়াহাশী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু...। বস্তুত এরকম হাজারো উদাহরণ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বজনীন বার্তার ধারক—যাতে সবাই অন্তর্ভুক্ত। তার পতাকা এত বড় যে তা পুরো বিশ্বকে ছায়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তার তেইশ বছরের নবুওয়াতের জীবনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে কারও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কীভাবে তার এই পতাকাতলের ছায়ায় আশ্রয় নিতে হবে। এসব দৃষ্টান্তের মধ্যে ছিলেন একজন ইমাম (আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেহরাবে যেতে আদেশ করেছিলেন এবং নিজে পেছনে নামায পড়েছেন (যখন তার ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এসেছিল) এবং সেই যুবক সেনা (উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু), যাকে তিনি সেনাপতি নিয়োগ করে তার হাতে পুরো মুসলিম-বাহিনীর পতাকা তুলে দিয়েছিলেন—সত্যিকার অর্থে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি অন্তর, যা কিনা রাসূলের প্রতি বিশ্বাসকে ঘোষণা করে এবং যে কিনা উসামার মতো হতে আগ্রহী, রাসূলের ওপর নাযিলকৃত কুরআনের অনুসারী হতে চায়, তাহলে তাকে রাসূলের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করতে হবে—যাতে তার জীবন সম্পর্কে জেনে সেরকম জীবন যাপন করা যায়, অন্যের জীবনের মধ্যে যেন নিজের জীবন বেঁচে থাকে এ উদ্দীপনায় প্রভাবিত হওয়া সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থ লেখা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, আমাদের নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গিতে তাকে উপস্থাপন করা নয়; বরং তাকে যেন তার কাজের মাধ্যমেই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। আমরা বিশ্বাস করি—এটা তার জীবনী নয়, বরং তার প্রিয় সাহাবীদের চরিত্র, আচরণ, বক্তব্য এবং মন্তব্য থেকে ঐতিহাসিক চেতনাকে সংরক্ষণ করার একটি প্রয়াস মাত্র। আমরা তার এমন জীবন চিত্রায়িত করতে চাই না, যা তিনি একাই যাপন করেছেন, বরং তিনি তার চারপাশের মানুষকে নিয়ে যে সামগ্রিক জীবন যাপন করেছেন, তা-ই বর্ণনা করতে চাই। আমরা একটি আদর্শ জীবন উপস্থাপন করতে চাই, যা ঐশী নির্দেশেই সৃষ্টি করা হয়েছিল।

নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকেই ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে উন্মুখ ছিলেন; তিনি তার বিরুদ্ধে চরম ষড়যন্ত্রকারী এবং শারীরিকভাবে অপদস্থকারীদের বিরুদ্ধেও কোনো ত্রাস সৃষ্টি করে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাননি। নবুওয়াতের তেইশ বছরের মধ্যে পনেরো বছর ধরেই তিনি ইসলাম প্রচার-প্রসারে অপমান ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। এ

সময় তিনি একবারের জন্যও যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণের চিন্তা করেননি, বরং ধৈর্যের পথ অবলম্বন করেছেন। যারা দাঁত কামড়ে তার বিরুদ্ধে হাত তুলেছে, তিনি তাদের আচরণে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। একসময় যখন যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না, তখনো সেটা তিনি আগে শুরু করেননি। তবে তিনি সতর্কতা ত্যাগ করেননি এবং যুদ্ধে সবচেয়ে খারাপ পরিণতির কথাও ভুলে যাননি। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যখন লড়াই করার প্রয়োজন হয়েছে, তখন তিনি তা করতে লজ্জাবোধ করেননি। তার সকল যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষামূলক, তার সব রণকৌশলই ছিল দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য। এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, নবুওয়াতের শেষ আট বছরে মুসলিম এবং মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে উভয়পক্ষে যত রক্তপাত হয়েছে, তা আজকের এই আধুনিক পৃথিবীতে রক্তপাতেরই সমতুল্য—এ কথাটি এতদূর পর্যন্ত বর্তমানের মিডিয়ার অপপ্রচারের কারণেই আমরা শুনছি।

নিপীড়িত অবস্থায় এই ছিল তার আচরণ। তারপর সবাই যখন তার কথার অধীন হয়ে যায়, তিনি ইসলামী রাজ্যের শাসক হন, তখনো বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে তার এই উদার আচরণ অব্যাহত ছিল। তিনি কখনো ঘৃণার পথ অবলম্বন করেননি। এমনকি যারা বিচারের জন্য তার সামনে মাথা পেতে দিতে রাজী ছিল, তাদেরকেও তিনি মুক্তির পথ দেখিয়েছেন এবং সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এখন তাকে যে পরিমাণ জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এজন্য আমরা খুশি হতে পারি; তার জীবন সম্পর্কে আমাদের কাছে যে পরিমাণ তথ্য রয়েছে, তাতে গৌরববোধ করতে পারি। অন্যভাবে, তাকে আমাদের যে পরিমাণ প্রয়োজন, এরকম অন্য কাউকে আমাদের প্রয়োজন নেই। আর যদি আমরা তার জীবনের অপূর্ব সব দৃষ্টান্ত থেকে দূরে সরে থাকি, তাহলে আমাদেরকে অন্যের দুয়ারে ভিক্ষা করে ফিরতে হবে, এভাবে আমাদের মান-সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে।
বর্তমানে আমরা যে জটিল সময় পার করছি, তাতে তার অনন্য জীবনী নতুন করে অধ্যয়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। তার বিভিন্ন পদক্ষেপ আরও একবার পর্যবেক্ষণ করা, আমাদের জীবনাচরণের সঙ্গে তার বিস্তারিত কথা ও কাজের পুনঃসংযোগ স্থাপন এবং কাউকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তার যুক্তিকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তার ইচ্ছা এবং অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমাদের জীবন নতুনভাবে গড়ার প্রয়োজনীয়তা আমরাই কি সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করছি না?

কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

যথাযথভাবে রাসূলের সিরাত বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করার পূর্বে আমি কয়েকটি জরুরী বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এগুলো মনে রাখলে এ অধ্যয়ন আরও অর্থবহ এবং সার্থক হয়ে উঠবে।

এ গ্রন্থটি রাসূলের সীরাতের নির্ভরযোগ্য সূত্র ও তথ্যের নতুন কোনো ব্যাখ্যা নয়; বরং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে রচিত প্রাথমিক ও মৌলিক জীবনীসমূহ এবং ইসলামী যুদ্ধের ঐতিহাসিক রচনাবলীর ওপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে। এর মধ্যে ইবনে হিশামের *সিরাহ*, ইবনে সাদের *তাবাকাত*, ইবনে কাসীরের *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, হালাবীর *সিরাহ*, ইবনে হাজারের *আল-ইসাবা*, ইবনুল আসীরের *উসদুল গাবা*, ইবনে আব্দিল বারের *আল-ইসতিয়াব* এবং তাবারীর *আত-তারীখ*-সহ কুরআন মাজীদের তাফসীরের উৎস এবং হাদীসশাস্ত্র—যা আল-কুতুব আত-তিসা উল্লেখ্য।

এছাড়া সর্বজন গ্রহণযোগ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সিরাতগ্রন্থই অধ্যয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সাম্প্রতিককালের প্রথিতযশা উলামায়ে কেরামের রচনাবলীও বিভিন্ন ঘটনা এবং পর্যালোচনায় সূত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আমি গতিশীল পাঠের নিমিত্তে প্রতিটি ঘটনায়ই সূত্র উল্লেখ করিনি। আমি কেবল সেইসব ঘটনার ক্ষেত্রে ফুটনোট ব্যবহার করেছি—যা প্রসিদ্ধ সিরাতগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়নি। আর এক্ষেত্রে আল-মাকতাবাতুস সিরাহ, আল-মাকতাবাতুল-আলফিয়াহ এবং আল-মাকতাবাতুশ-শামিলাহ-এর ডিজিটাল ভার্সন ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ভিন্ন ভিন্নভাবে অনেক সূত্রের উল্লেখ না করে বিভিন্ন সূত্র সন্নিবেশিত করে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং যেসব কিতাব বিবেচনা করা হয়েছে, একত্রে সেগুলোর নাম সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব সূত্রের যান্ত্রিক অনুবাদ পরিহার করে মূল বিষয়বস্তু প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে; কখনো কেবল মূল সারাংশ নেওয়া হয়েছে এবং কখনো কোনো বিষয়ে সকল হাদীসের সংশ্লিষ্ট অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এর সবকিছুই পুনরাবৃত্তি পরিহার করার জন্য করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের আরেকটি ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে কুরআন মাজীদের প্রতিটি আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিতে সমাজে তা কীভাবে প্রভাব ফেলত, এরকম অনেক উদাহরণ আলোচনা করা হয়েছে। মূলত আমি *আসবাব আল-নুসুলিল কুরআন* (কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিত)-এর সাহায্য নিয়েছি—

যাতে কুরআনের প্রতিফলিত ছায়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনকে বুঝতে সহজ হয়।

এ রচনাশৈলি ব্যবহৃত হওয়ায় সাহাবীদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কুরআনের ভূমিকা সম্পর্কে জানা সহজ হবে। আর একইসাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচিত পরিসরে যে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, তা-ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ প্রক্রিয়ার অভিধানিক নাম *আসবাব আল-উরুদিল হাদীস* (যে পরিস্থিতিতে অথবা কারণে হাদীস বিবৃত হয়েছিল) এবং এটা উল্লেখ করার কারণ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কথা বলার পর তা কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার ওপর কীভাবে আমল করা হয়েছিল তা পাঠককে জানানো। সুতরাং একই সাথে কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের বার্তায় জনজীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তন ও বিবর্তন সাধিত হয়েছিল—তা নির্দেশ করাই মূল উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থে তখনকার মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থার দিকেও ইশারা করা হয়েছে। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনের পক্ষে ছিল এবং যারা এর বিপক্ষে ছিল—সবাই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মূলত তখনকার মানুষদের মানসিকতাকে বিবৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদের জীবন নিয়ে বর্তমানে আরও অনেক কাজ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রতিটি অর্জিত জ্ঞানই আরও জ্ঞানের দরজাকে উন্মুক্ত করে। আর এতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের নিকট রাসূলের বার্তাকে পৌঁছার নতুন সুযোগ তৈরি করে। তার জীবনের প্রতি অনসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা যে জ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত করে, তা আরও হাজারো দরজা খোলার প্রতীক্ষায় রাখে। আমরা যেন আমাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে হারিয়ে না যাই, এজন্য সেসব দরজা ভবিষ্যতের জন্য খোলা রাখাই শ্রেয়।

এরকম একটি মহান দায়িত্ব পালনে আমরা আমাদের প্রচেষ্টায় যদি কোথাও কোনো ভুল করি, সেজন্য আমাদের নিজস্ব অযোগ্যতাই দায়ী। আর যদি কোনোভাবে তাকে কোনোরকম আহত করি, তাহলে মানবতার শ্রেষ্ঠ অহংকার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আমরা ক্ষমাপ্রার্থী; তিনিই এমন ব্যক্তিত্ব—যিনি কিনা আবু জাহেলের মতো পাপীষ্ঠের জন্যও ক্ষমার হাতকে

সংকুচিত করেন না এবং আমরা বিনীতভাবে তার রহমতের ছায়ায় প্রবেশ করতে চাই।

আমাদের ভুলগুলো যদি কেউ ধরিয়ে দেন, তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব। আর যদি কেউ আমাদের এই কাজের প্রশংসা করতে চান, তাহলে অন্তর থেকে যেন এই দুআ করেন, 'আল্লাহ আপনার কাজে সন্তুষ্ট হোন'। তাহলে যারা এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাতে তারা সবচেয়ে বেশি খুশী হবেন।

যে কণ্ঠস্বর বাক্কার উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হয়

অনেক শতাব্দি পুরোনো একটি কণ্ঠস্বর বাক্কার উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে : 'ইবরাহীম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আমাদের এই খাদ্য-শস্যহীন নিঃসঙ্গ মরুভূমিতে একা রেখে?'

চূড়ায়িত ঈমান ও বিশ্বাসের প্রতীক ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ প্রতিধ্বনিত প্রশ্নের জবাবে এমন কিছুই করলেন না, যা এর প্রতিউত্তর হতে পারে। তাকে যা আদেশ করা হয়েছিল তিনি তা-ই করছিলেন এবং কোনোভাবেই এর ব্যতিক্রম করার ইচ্ছাও পোষণ করেননি। এ ছিল এক ঐশী নির্দেশ; তাকে এমন একটি স্থানের গোড়াপত্তন করতে বলা হয়েছে—যা কয়েক শত বছর পর সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে সম্মানিত করবেন এবং এর সুসংবাদ ইতোমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে।

অন্যদিকে হাজেরা আলাইহাস সালামের মনে নিশ্চিতভাবে নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এই কাজের কোনো কারণ জানা ছিল না এবং যতই তার স্বামী একেকটি পদক্ষেপ নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছিলেন, ততই তার মনের শঙ্কা বেড়ে চলছিল। ওই মুহূর্তে এক অজানা ভয়ে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় এই কথাটি তার জবান থেকে উচ্চারিত হয়, 'ইবরাহীম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আমাদের এই খাদ্য-শস্যহীন নিঃসঙ্গ মরুভূমিতে একা রেখে?'

এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে পথে এসেছিলেন সেদিকেই তিনি ফিরে যাচ্ছেন এবং তার কাছ থেকে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়ার কোনো আশা নেই। কোলের শিশুকে নিয়ে তার পেছনে দৌড়েও কোনো লাভ নেই। মনে হচ্ছিল, নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, যিনি একজন সন্তানের জন্য বছরের পর বছর আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন এবং এখন যিনি তার নিকট থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন, ভিন্ন এক মানুষ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে,

এ পরিবর্তন কেবল ঐশী নির্দেশেই সম্ভব। এজন্য হাজেরা তাকে আবার জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহ কি আপনাকে এ কাজ করতে আদেশ করেছেন?
এতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চুপ থেকে এবার ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বিশ্বস্ত কণ্ঠ কথা বলে উঠল, 'হ্যাঁ।'

তিনিই সেই মহান সত্তা—যিনি তাকে এ আদেশ দিয়েছেন এবং তিনিই তাদেরকে নিরাপদ রাখবেন। তার সুরক্ষায় থেকে এ বিজন মরুভূমিতে জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণের যেমন ভয় পাওয়া উচিত নয়, তেমনই পরিবারের কর্তার অনুপস্থিতিতে শঙ্কারও কোনো কারণ নেই। এজন্য যখন তিনি কোলের শিশুকে নিয়ে উল্টো পথে পা বাড়ালেন, তিনি বললেন, 'তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না।'

এ বাক্যই পিতা এবং পরিবারের মধ্যে শেষ কথোপকথন। নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এখন অনেক দূরে চলে গিয়েছেন এবং হাজেরা শিশু ইসমাঈলকে নিয়ে রেখে যাওয়া স্থানে ফিরে এলেন।

ইবরাহীম আ.-এর দুআ

যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন, তখন তিনি পেছনে ফিরে তাকালেন। দুহাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে এই বলে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমি আমার পরিবারের কিছু অংশ তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি।'

তার এ দুআ থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যেন দেখতে পাচ্ছিলেন এ জনমানবহীন উপত্যকায় একদিন বসতি গড়ে উঠবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা—যেখানে পৃথিবীর প্রথম ঘর (কাবাগৃহ) তৈরি করা হয়েছিল। এটি ছিল বাক্কা উপত্যকা যেখানে প্রথম এবং শেষের মিলন ঘটবে।
ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার দুআয় আরও বলেন, 'হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে।'

এ দুআ থেকে এখানে আসার প্রকৃত কারণ জানা যায়। সেটা হলো—আল্লাহর প্রতি বান্দার দায়িত্ব। এটি এমন এক দায়িত্ব; যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টি করে। যে নিজের মধ্যে এ দায়িত্বকে অপরিহার্য করে নেবে, সে এ জায়গায়